সূরা আত্ তাগাবুন-৬৪

(হিজরতের পর অবতীর্ণ)

ভূমিকা

এই সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। পূর্ববর্তী সূরাটি মু'মিনদেরকে এই উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে উপসংহার টেনেছিল, তারা যেন আল্লাহ্‌র কাছে নিজ নিজ কাজের হিসাব দিবার দিন আসার পূর্বেই সত্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে বদান্যতার সাথে অর্থ-বিত্ত, শক্তি-সামর্থ্য সব কিছু খরচ করে। এই সূরাতেও পুনরায় বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে যাতে তারা আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ খরচ করার ব্যাপারে মুক্তহস্ত হয় এবং দৃঢ়-সংকল্প থাকে। পরিবার-পরিজন, স্ত্রী-পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনের বন্ধন ইত্যাদি কিছুই যেন এই পথে অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়। অতঃপর সূরাটিতে বলা হয়েছে, সমগ্র মহাবিশ্বকে আল্লাহ্ তাআলা মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকার জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষকে এমন উন্নত প্রাকৃতিক শক্তিনিচয় দিয়ে ভূষিত করেছেন যাতে সে নিজের জীবনের উদ্দেশ্যকে সঠিকভাবে পূর্ণ করতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, অকৃতজ্ঞ মানব আল্লাহ্‌র নির্দেশকে অমান্য করে। তাই তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তারা যেন ঐ দিনের জন্য প্রস্তুত থাকে, যেদিন তারা সঠিকভাবে বুঝতে পারবে যে আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষদের অবাধ্যতা করে তারা কত বিরাট ক্ষতির মধ্যে নিপতিত হয়েছে। সূরার শেষের দিকে মু'মিনদেরকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, তারা আল্লাহ্‌র প্রতি ও মানবের প্রতি নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যদি ভুল-ভ্রান্তি ও অবহেলা করে থাকে তাহলে ঐ ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা যেন আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের প্রতি অভিনিবেশ সহকারে মনোযোগী হয় এবং সেগুলো পালন করে। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র পথে ও সত্যের প্রতিষ্ঠায় তারা যেন মুক্ত হস্তে খরচ করে।

سُوْرَةُ التَّغَابُنِ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ اٰيَةً وَّرُكُوْعَانِ

সূরা আত্ তাগাবুন-৬৪

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ১৯ আয়াত এবং ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। [ক]আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ②

২। [খ]আকাশসমূহে যা-ই আছে এবং পৃথিবীতে যা-ই আছে (সবই) আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে[৩০৫৫]। আধিপত্য তাঁরই। আর সব প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ③

★ ৩। তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। এরপর তোমাদের কোন কোন ব্যক্তি অস্বীকারকারী হয় এবং তোমাদের কোন কোন ব্যক্তি মু'মিন[৩০৫৬] হয়। আর তোমরা যা কর (তা) আল্লাহ্ পুরোপুরি দেখেন।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ④

★ ৪। তিনি আকাশসমূহকে ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। আর [গ]তিনি তোমাদের আকৃতি দিয়েছেন এবং তোমাদের গঠনকে করেছেন অতি সুন্দর। আর (অবশেষে) তাঁরই দিকে হবে তোমাদের প্রত্যাবর্তন[৩০৫৭]।

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ⑤

৫। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা-ই আছে তিনি (তা) জানেন। আর তোমরা [খ]যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর[৩০৫৮] তা(ও) তিনি জানেন। আর অন্তরের কথাও আল্লাহ্ পুরোপুরি জানেন।

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ১৭ঃ৪৫; ২৪ঃ৪২; ৫৯ঃ২৫; ৬১ঃ২; ৬২ঃ২ গ. ৩ঃ৭; ৭ঃ১২ ঘ. ২ঃ৭৮; ১৬ঃ২০ঃ ২৭ঃ২৬।

৩০৫৫। সৃষ্ট-জীব বা সৃষ্ট -বস্তু নিয়মিতভাবে ও সময়মত নিজ নিজ কাজ সম্পাদন করে নিজেদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করছে এবং এর মাধ্যমে ঘোষণা করছে যে সৃষ্টিকর্তা সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। অপূর্ণতা ও অসম্পূর্ণতা কিংবা অপবিত্রতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনিই স্রষ্টা, প্রভু ও সর্ব নিয়ন্তা। প্রকৃতপক্ষে 'তসবীহ্'র তাৎপর্য এটাই।

৩০৫৬। আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে মহান স্বাভাবিক-শক্তিসমূহ দিয়ে ভূষিত করেছেন, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সকল উপাদান ও সুযোগ-সুবিধা মানুষকে দিয়েছেন। কিন্তু মানুষের মাঝে একাংশ আছে, যারা ঐসব প্রদত্ত শক্তি, উপাদান ও সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার না করে আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজিকে প্রকারান্তরে অস্বীকার করে এবং অপরাংশ ঐগুলোকে নিজের ও অপরের উপকারের জন্য কাজে লাগায় এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করে। 'কাফির' ও 'মু'মিন' শব্দ দু'টির তাৎপর্য এটাই।

৩০৫৭। এই বিশ্ব-জগত কতগুলো নির্ধারিত প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। মানুষ শুধু অদৃষ্টের বা দৈবের শিকার নয়। অপরপক্ষে মানুষকে এমন সব শক্তি ও গুণাবলী দ্বারা বিভুষিত করা হয়েছে, যার সদ্ব্যবহার দ্বারা সে নিজেকে এই পৃথিবীতেই আল্লাহ্র প্রতিনিধির মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত বলে প্রমাণ করতে পারে। কাজেই মানুষকে তার আপন আপন কাজ-কর্মের জন্য আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে হবে।

৩০৫৮। আল্লাহ্ তাআলা বিশ্ব-জগতের সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্ত্রক, তাঁর কাছে কিছুই গুপ্ত-লুপ্ত থাকতে পারে না অথবা কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টি বা জ্ঞানের বাইরে থাকতে পারে না। অতএব মানুষের পক্ষে এইরূপ চিন্তা করা একান্তই অবান্তর যে সে তার কৃত-কর্মের ফলাফল এড়িয়ে যেতে পারবে।

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑥

৬। [ক]এর পূর্বে যারা অস্বীকার করেছিল তাদের সংবাদ কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি? তারা তাদের কৃতকর্মের কুফল ভোগ করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ⑦

★৭। এর কারণ হলো, তাদের রসূলরা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ তাদের কাছে আসতো, কিন্তু তারা বলতো, 'মানুষ কি আমাদের হেদায়াত দিবে?' সুতরাং তারা অস্বীকার করলো এবং উপেক্ষা করলো। অতএব আল্লাহ্ও (তাদের) উপেক্ষা করলেন। আর আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) পরম প্রশংসাভাজন।

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ⑧

৮। অস্বীকারকারীরা ধারণা[৩০৫৯] করে বসেছে, [খ]তাদের কখনো পুনরুত্থিত করা হবে না[৩০৫৯-ক]। তুমি বল, 'কেন নয়? আমার প্রভু-প্রতিপালকের কসম! অবশ্যই তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে। এরপর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদের জানানো হবে। আর আল্লাহ্র পক্ষে এটা অতি সহজ।'

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ⑨

৯। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন এবং সেই [গ]নূরের[৩০৬০] প্রতিও (ঈমান আন) যা আমরা অবতীর্ণ করেছি। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সদা অবহিত।

দেখুন ঃ ক. ৪০ঃ২২-২৩ খ. ৩৬৭৯-৮০; ৪৬ঃ১৮; ৫০ঃ৪ গ. ৪ঃ১৭৫; ৭ঃ১৫৮।

৩০৫৯। 'যাআমা' অর্থ সে ভাবলো, সে দাবী করলো, বিশ্বাস করলো, দৃঢ়তার সাথে বললো (লেইন)।

৩০৫৯-ক। মানুষ কি করে ভাবে তার কোন পরজীবন নেই। সে কি করে মনে করে তাকে অনর্থক এতগুলো স্বাভাবিক শক্তি, এতসব গুণাবলী ও মহান প্রবণতা দিয়ে বিভূষিত করা হয়েছে? সে কেমন করে কল্পনা করে তার কার্যকলাপের দায়-দায়িত্ব বহন না করেই সে পার পেয়ে যাবে? এরূপ কল্পনা করে থাকলে সে মহা ভ্রমে নিপতিত হয়েছে। ইহকালের মৃত্যুর পরে নিশ্চয়ই জীবন আছে, যেখানে 'নিশ্চয় তোমাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে তোমাদের জানানো হবে।'

৩০৬০। ঐশী-বাণীর আলো, প্রজ্ঞা, বুদ্ধির দীপ্তি, আধ্যাত্মিক জ্যোতি, অন্তর্দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা, ঐশী-জ্ঞান-প্রদীপ এবং দূরদর্শিতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার আলোক ইত্যাদি যে সকল বিশেষ গুণে নবী করীম(সাঃ) গুণান্বিত ছিলেন সেগুলোর সমাবেশকে 'নূর'(আলো) বলা হয়েছে।

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ⑨

১০। সমাবেশ দিবসে (উপস্থিত) হওয়ার জন্য যেদিন তিনি তোমাদের সমবেত করবেন, সেদিনটিই হবে লাভ-লোকসানের দিন[৩০৬১]। আর আল্লাহ্‌র প্রতি যে ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তিনি [ক]তার সব দোষত্রুটি দূর করে দিবেন এবং তাকে এরূপ জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এই হলো মহান সফলতা।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ⑩

১১। [খ]আর যারা অস্বীকার করেছে এবং আমাদের আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে এরাই আগুনের অধিবাসী। এরা দীর্ঘকাল সেখানে থাকবে। আর (তা) কতই মন্দ ঠাঁই।

তৃতীয়াংশ ১ [১১] ১৫

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ⑪

১২। [গ]আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কোন বিপদ আসে না[৩০৬২]। আর যে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে তিনি তার হৃদয়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ⑫

১৩। [ঘ]তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং (এ) রসূলের আনুগত্য কর। কিন্তু তোমরা মুখ ফিরিয়ে রাখলে (জেনে রাখ), সুস্পষ্টভাবে (বাণী) পৌঁছিয়ে দেয়াই হলো আমাদের রসূলের দায়িত্ব।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ⑬

১৪। আল্লাহ্ (সেই সত্তা), যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব আল্লাহ্‌র ওপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত।

দেখুন ঃ ক. ৮ঃ৩০; ৪৮ঃ৬; ৬৬ঃ৯ খ. ২ঃ৪০; ৭ঃ৩৭; ২২ঃ৫৮ গ. ৩০ঃ১৭; ৭৮ঃ২৯; ৪ঃ৭৯ ঘ. ৫ঃ৯৩; ২৪ঃ৫৫।

৩০৬১। 'ইয়াওমুত্ তাগাবুন' এর বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে, যেমন ঃ (১) লাভ-লোকসানের দিন, যেদিন মু'মিনরা তাদের কী লাভ হয়েছে তা ভালভাবে জানতে পারবে এবং কাফিরদের কী ক্ষতি হয়েছে তাও তারা জানতে পারবে, (২) ক্ষয় ক্ষতির প্রকাশ-দিবস, ঐ দিন অবিশ্বাসীরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে যে আল্লাহ্ ও মানবের প্রতি কর্তব্য পালনে তাদের কী পরিমাণ ত্রুটি হয়েছিল এবং ফলে তাদের যে ভীষণ ক্ষতি হয়েছে তাও তারা প্রকাশ্যে দেখতে পাবে, (৩) ঐদিন মু'মিনরা কাফিরদের জ্ঞান-বুদ্ধির অভাব ও প্রজ্ঞাহীনতাকে তাদের অস্বীকারের কারণ মনে করবে, যার দরুন তারা ঈমানের পরিবর্তে কুফুরীকে ভালবেসেছিল (মুফরাদাত)।

৩০৬২। আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্ট কতগুলো আইন-কানুন অনুযায়ী তিনি বিশ্বজগৎ পরিচালনা করছেন। যখনই মানুষ ঐসব আইন-কানুন অমান্য করে তখনই সে নিজেকে বিপদে ফেলে। যেহেতু সকল প্রাকৃতিক আইন-কানুন আল্লাহ্ তাআলারই সৃষ্ট এবং এইসব আইনের একটি বা অপরটির লঙ্ঘনই মানুষকে কষ্টে ফেলে, কিংবা আল্লাহ্ তাআলার কোন বিশেষ অভিপ্রায়ে বা হুকুমে কষ্ট উপস্থিত হয়, সেই জন্য বলা হয় এই কষ্ট আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এসেছে বা আল্লাহ্‌র হুকুমে এসেছে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٥﴾

১৫। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের কোন কোন জীবনসাথী ও তোমাদের (কোন কোন) সন্তানসন্ততি নিশ্চয় তোমাদের শত্রু। অতএব তোমরা তাদের ব্যাপারে সাবধান থেকো। আর তোমরা যদি (তাদের) মার্জনা কর, উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর তবে (সেক্ষেত্রে) আল্লাহ্ নিশ্চয় অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۭ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٦﴾

১৬। তোমাদের ধনসম্পদ ও [ক]তোমাদের সন্তানসন্ততি (তোমাদের জন্য) পরীক্ষা মাত্র। আর তিনিই আল্লাহ্ যাঁর কাছে রয়েছে মহা পুরস্কার।★

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ۭ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٧﴾

★ ১৭। অতএব তোমাদের সাধ্যানুসারে আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, (তাঁর কথা) শুন ও আনুগত্য কর এবং (তাঁর পথে) খরচ কর। (এটা) তোমাদের নিজেদের জন্যই উত্তম। আর [খ]যাকেই তার প্রবৃত্তির লোভলালসা থেকে রক্ষা করা হয় এরাই সফল হবে।

اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٨﴾

১৮। [গ]তোমরা আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ[৩০৬৩] দিলে তিনি তা তোমাদের জন্য বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ অতি গুণগ্রাহী (ও) পরম সহিষ্ণু।

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٩﴾ ع

২ [৮] ১৬ ১৯। [ঘ]তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য[৩০৬৩-ক] সম্পর্কে জ্ঞাত, মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

দেখুন ঃ ক. ৮ঃ২৯; ৬৩ঃ১০ খ. ৫৯ঃ১০ গ. ২ঃ২৪৬; ৫৭ঃ১২; ৭৩ঃ২১ ঘ. ৬ঃ৭৪; ৯ঃ৯৪; ১৩ঃ১০; ৫৯ঃ২৩।

★ [এ আয়াতে সন্তানসন্ততির মাধ্যমে যে পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে এর অর্থ এই নয়, তারা ঘোষণা দিয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। বরং এর অর্থ হলো, মানুষকে তার পরিবারপরিজনের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয় এবং যে এ পরীক্ষায় বিফল হয় সে বিপর্যয়ে পড়ে যায়। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩০৬৩। 'সত্যের' প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্য খরচ করাকে সর্বমঙ্গলময় স্বীকৃতিদানকারী আল্লাহ্‌কে 'উত্তম ঋন দান' বলে অভিহিত করা হয়েছে, যিনি বহুগুণ বেশী দিয়ে ঋণ-পরিশোধ করে থাকেন।

৩০৬৩-ক। দৃষ্ট ও অ-দৃষ্ট।